যুগান্তর

তারিখ 13 JAN 2008
পৃষ্ঠা কলাম

সম্পাদকীয়
২০

আবারও প্রশ্নপত্র ফাঁস

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটিয়াছে পুনরায়। ইতিপূর্বে ৩ জানুয়ারি ব্যবসায় গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়াছে। গত বৎসরের ১১ নভেম্বরে নির্ধারিত ইংরেজি প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়া গিয়াছিল, যে কারণে স্থগিত করা হয় সেই পরীক্ষা। এই বারেও ফাঁস হইয়াছে ২০০৬ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ইংরেজি প্রশ্নপত্র। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য স্বয়ং কয়েকজন প্রটরকে লইয়া সপরীরে অভিযান চালাইয়া আটক করিয়াছেন কয়েক সেট প্রশ্নপত্র— মূল প্রশ্নের সহিত যাহার মিল রহিয়াছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শনি ও রবিবারের পরীক্ষা স্থগিত করা হইয়াছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সহিত জড়িত সন্দেহে আটক করা হইয়াছে কয়েকজনকে, যদিও পালের গোদাদের কেহ ধরা পড়ে নাই। অন্যদিকে পরীক্ষা স্থগিত হওয়ায় ঢাকা কলেজসহ কয়েকটি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন, সড়ক অবরোধ করিয়াছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা অবশ্য নূতন নহে। তবে বারবার কেন প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটিয়া থাকে, উহা কেহ খতাইয়া দেখে নাই গভীরভাবে। অতীতে বিভিন্ন সময় গঠিত হইয়াছে তদন্ত কমিটি— কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হইল সেই সকল তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশিত হইতে পারে নাই কস্মিনকালেও। ইতিপূর্বে এমনকি বিসিএস-মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হইয়াছে। নামকাওয়াস্তে দুই-চারিজন ধরা পড়িলেও শাস্তি হয় নাই। আর সর্বদাই ধরা পড়ে চুনোপুঁটিরা— রাঘব বোয়ালরা বরাবরই থাকিয়া যায় ধরাছোঁয়ার বাহিরে। গত নভেম্বর মাসে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি প্রশ্নকর্তাসহ মডারেশন কমিটির পাঁচজনকে চিহ্নিত করিয়াছিল। অজ্ঞাত কারণে মডারেশন কমিটির প্রধানসহ কাহারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা লওয়া হয় নাই। ৩ জানুয়ারি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ধামাচাপা দিতে তৎকালীন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে বরখাস্ত করা হয় সাময়িকভাবে। কিন্তু অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা লওয়া হয় নাই। এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বলিয়াছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের উপরই বর্তায়। তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লওয়া হইবে। তবে বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষা স্থগিত, তদন্ত কমিটি গঠন এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ আদৌ সমাধান নহে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন। আর উহার ফায়দাও লুটিয়া থাকে স্বল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী। এই কারণে স্বভাবতই তাহাদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধিয়া উঠে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় পরীক্ষা স্থগিত হওয়াসহ শিক্ষাবর্ষ বিনষ্ট হইয়া থাকে বৈকি। শিক্ষা জীবনে অহেতুক এই বিলম্ব সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা মানিয়া লইবে কেন? এমনিতেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নাম ও দুর্নীতির অন্ত নাই। কিছুদিন পূর্বে ব্যাপক অনিয়ম, অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও অদক্ষতার অভিযোগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। ইহার কিয়ৎকালের মধ্যেই ঘটিল প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা। এমতাবস্থায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হতাশা নামিয়া আসিতে বাধ্য। দেশে জরুরি অবস্থা বিরাজ করিতেছে। তাহার পরও একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশ্নপত্র ফাঁস ও বিক্রয়সহ দুর্নীতি ও বেচাকেনা করিবার দুঃসাহস দেখাইতেছে। তদন্ত সাপেক্ষ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লইতে হইবে। বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস করিয়া লাখ লাখ শিক্ষার্থীর জীবন বিপন্ন করা কোনভাবেই বরদাশত করা যায় না।